ঝিনাইদহে করোনায় আক্রান্ত হয়ে এক নারির মৃত্যু, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৭০ তম লাশ দাফন!

ঝিনাইদহে করোনায় আক্রান্ত হয়ে রনি বেগম (৪৭) নামে এক নারির মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের দাফন কমিটি কারোনা উপসর্গ ও করোনা আক্রান্ত ৭০ জনের লাশ দাফন করলো।

মোছা: রনি বেগম অসুস্থ হয়ে গত ০৫ এপ্রিল ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের করোনা ওয়ার্ডে ভর্তি হয়। ০৬ এপ্রিল তার করোনা রিপোর্ট পজিটিভ আসে। ১১ এপ্রিল বিকাল ৪টা ৫০ মিনিটের দিকে তিনি মারা যান।

রনি বেগম ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ঘোড়শাল ইউনিয়নের যাদুয়ারি গ্রামের মো: নায়েব আলী মন্ডলের স্ত্রী।

এদিকে রনি বেগমের করোনায় মৃত্যুর পর ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক মো: মজিবর রহমানের নির্দ্দেশে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক আব্দুল হামিদ খানের সার্বিক তত্বাবধানে তার দাফন কাফন করার ব্যবস্থা করা হয়।

এ ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা করছেন সদর উপজলোর উপজলো দাফন কমিটির সদস্য ও মসজিদ ভিত্তিকি শিশু ও গণশিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষক মাওঃ শাহিনুর রহমান।

মেহেরপুরে কারাবন্দী পরিবারের সদস্যদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুরে কারাবন্দী পরিবারের সদস্যদের সাথে মানবিক আচরণের অংশ হিসেবে অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতির উদ্যোগে প্রাথমিক

একটি সল্প পরিসরে মানবিক উদ্যোগ, ভবিষ্যতে এই কার্যক্রমকে আরো কি ভাবে বেগবান করা যায় সে লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের আয়োজনে মাস্ক বিতরন

মুজিবনগরে করোনা ভইরাস প্রতিরোধে মাস্ক বিতরন ও জনসচেতনতা মূলক কর্মসূচি করেছে বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদ।
রবিবার সকালে মুজিবনগর উপজেলার কেদারগন্জ বাজার প্রাঙ্গনে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।
মাস্ক বিতরন অনুষ্ঠান ও জনসচেতনতা কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন।
এ সময় ইউপি সদস্য সোহরাব হোসেন,দিলিপ মল্লিক,ফেরদৌস আলী মেন্তাসহ ইউপি সদস্যগন,ইউনিয়ন পরিষদের সকল স্ট্রাফবৃন্দ ও গ্রামপুলিশ উপস্থিত ছিলেন।
মাস্ক বিতরন অনুষ্ঠানে জনসাধারনের উদ্দেশে আয়ূব হোসেন বলেন,করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১৮ দফা নির্দেশনাবলী বাস্তবায়নের লক্ষে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন দোদুলের পরামর্শক্রমে আমাদের এই কর্মসূচি। আমরা করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষা পেতে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের হব না।নিয়মিত মাস্ক পরিধান করবো।সামাজিক দুরুত্ব বজায় রাখবো।নিয়মিত সাবান দিয়ে হাত পরিষ্কার করবো।তাহলেই ইনশাআল্লাহ আমরা করোনা ভাইরাস থেকে মুক্তি পেতে পারবো

গাংনীর হাড়িয়াদহ গ্রামে সীমার

ঘরভাঙ্গা সংসারে ঠাঁই হলো না

স্ত্রীর মর্যাদা পেতে স্বামী রেজাউল হকের বাড়িতে ধর্ণা দিলেও শেষ পর্যন্ত বিতাড়িত হতে হয়েছে গৃহবধু সীমাকে। প্রবাসী স্বামীর সংসারে থেকে পরোকীয়ায় জড়িয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করে সীমা। এখন কোন স্বামীর কাছে ঠাঁই নেই তার। ঘটনাটি মেহেরপুরের গাংনীর হাড়িয়াদহ গ্রামের।

গৃহবধু সীমা জানান, নয় বছর আগে তার বিয়ে হয় কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার সিংপুর গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে মালদ্বীপ প্রবাসী জনির সাথে। তাদের সংসারে রয়েছে সাত বছর বয়সী পুত্র সন্তান হাবিব। বেশ ভালই কাটছিল তাদের দাম্পত্য জিবন। ইতোমধ্যে ঘটে যায় বিপত্তি। বছর দুয়েক আগে পরোকীয়ায় জড়িয়ে পড়ে হাড়িয়াদহ গ্রামের আবুল কাশেমের ছেলে রেজাউলের সাথে।

রেজাউলের বিয়ের আশ্বাস পেয়ে সীমা প্রথম স্বামী জনিকে ৩০ জুলাই ২০২০ ইং তারিখে তালাক দিয়ে বিষয়টি গোপন রাখে ও ২৯ নভেম্বর ২০২০ ইং তারিখে মেহেরপুর নোটারী পাবলিকের মাধ্যমে এফিডেভিট করে গাংনীর মটমুড়া ইউনিয়ন কাজী অফিসে বিয়ে করেন। কাজী মঞ্জুরুল হক তাদের বিবাহ রেজিস্ট্রি করান।

এদিকে স্বামী জনি বিদেশ থেকে এসে স্ত্রী সীমার কাছে আসলে বুঝতে পারে সীমার পরোকীয়ার বিষয়টি। মাস দেড়েক আগে জনি ও সীমা মেহেরপুরের বেসরকারী সংস্থা মউকের মাধ্যমে আবারো তালাকের কাজ সম্পন্ন করে। আগে যে এফিডেভিটের মাধ্যমে তালাক দেয়া হয়েছিল সেটি স্বামীর কাছে না দেয়ার কারণে আবারো তালাক দেয়া হলো বলে জানান সীমা।

অপরদিকে দ্বিতীয় বিয়ে নিয়ে চলছে নানা জল্পনা কল্পনা। বিয়ের স্বাক্ষি হাড়িয়া দহের লিংকন জানান, সীমা গ্রামের মেয়ে। সে গাংনী যেতে বলায় হাসপাতালের ওখানে যাই। পরে একটি কাগজে স্বাক্ষর করি। সেটা বিয়ের কাগজ না অন্য কিছু জানা নেই। তাছাড়া ছয়মাস আগে দ্বিতীয় বিয়ে আর দেড়মাস আগে তালাক দেয়ার ঘটনায় বিয়ে সিদ্ধ কিনা সেটা নিয়েও চলছে বিশ্লেষন।

গৃহবধু সীমা রোববার দুপুরে স্বামী রেজাউলের বাড়িতে আসলে রেজাউলের বাড়ির লোকজন তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেন। এ সময় গ্রামের নারী পুরুষ সবাই সীমার দোষত্রুটি তুলে ধরেন। সেই সাথে স্বামী রেজাউলকে তুলোধুনা করেন তারা। পরে গ্রামের লোকজনের বিচারের আশ্বাস পেয়ে সীমা তার বাপের বাড়ি চলে যান।

ভাগ্যের চাকা ঘুরাতে মালয়েশিয়া গিয়ে লাশ হলো সবুজ

সাংসারিক অভাবের কোপে পড়ে ভাগ্যের চাকা ঘুরাতে মালয়েশিয়া গিয়ে অবশেষে লাশ হলো সবুজ। গত শুক্রবার ওই যুবক মালয়েশিয়া মোটর সাইকেল দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে। সবুজ আলমডাঙ্গা উপজেলার প্রাগপুর গ্রামের তৌহিদ আলির ছেলে।
জানা গেছে, আলমডাঙ্গার হারদী ইউনিয়নের প্রাগপুর গ্রামের তৌহিদ আলীর ছেলে সবুজ আলী ভাগ্যের চাকা ঘুরাতে গত ৫ বছর আগে মালয়েশিয়ায় যায়। জীবনকে হাতের মুঠোয় নিয়ে পানি পথে মালয়েশিয়া পাড়ি দেয়। দূর্গম পথ পাড়ি দিয়ে সে মালয়েশিয়া পৌঁছায়। এক পর্যায়ে সে কাজ পেলে তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। গত ৯ এপ্রিল শুক্রবার সকালের দিকে সে মোটর সাইকেল যোগে কর্মস্থলে যাচ্ছিল।
পথিমধ্যে মোটর সৃাইকেল দুর্ঘটনায় সে মারাত্মক আহত হলে তাকে স্থানীয় লোকজন একটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষনা করেন।
এ সংবাদ দেশে পৌঁছালে স্বজনদের আহাজারিতে বাতাস ভারি হয়ে ওঠে। বর্তমানে সবুজ আলীর লাশ হাসপাতালের মর্গে রয়েছে। তার স্বজনরা দেশে লাশ আনার প্রক্রিয়া শুরু করেছেন।

ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন কৃষকলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত

মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর সরকারি কলেজের সাবেক ভিপি ও জিএস, মেহেরপুর জেলা কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন বাংলাদেশ কৃষক লীগ কেদ্রীয়

কমিটির সদস্য পদে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

দলীয় শৃঙ্খলা ও সাংগঠনিক কর্মদক্ষতার প্রেক্ষিতে কেন্দ্র কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাকে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত ও অন্তর্ভুক্তিকরণের পত্র গতকাল দুপুরে তিনি হাতে পেয়েছেন।

ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন গাংনী উপজেলার চিৎলা গ্রামের মোঃ গোলাম সরোয়ার এর ছেলে। ছাত্র বয়সে তিনি বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সৈনিক হিসেবে নিজেকে আত্ননিয়োগ করেন।

ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখনের এই প্রাপ্তিতে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ সংগঠনের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। সেইসাথে কৃতজ্ঞতা জানানো হয়েছে কেদ্রীয় কমিটির সভাপ্রতি ও সাধারণ সম্পাদকে।

দামুড়হুদায় করোনা ২য় ডোজের টিকা গ্রহণ করলেন সংসদ সদস্য ও উপজেলা চেয়ারম্যান

দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে করোনার ২য় ডোজের টিকা গ্রহণ করলেন মাননীয় সংসদ সদস্য ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান । জানা গেছে, গতকাল শনিবার সকাল ১০ ঘটিকার সময় করোনার ২য় ডোজের টিকা নিতে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আসেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য আলী আজগার টগর ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলি মুনছুর বাবু। এ দুই সহদর করোনার টিকা গ্রহণ করে কিছুক্ষণ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থাকেন।
এ সময় সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর সকলের উদ্দেশ্য বলেন, এই বিশেষ ধরনের ভাইরাসের সংক্রমণ নিয়ে দেশে-বিদেশে চরম উদ্বেগ বাড়ছে। নিজেকে আর নিজের পরিবার, স্বজনদের রক্ষা করতে একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে আমাদের সকলের ভূমিকা কী হওয়া উচিত তা মনে রাখতে হবে।
কীভাবে আমরা পারবো এই ভাইরাস প্রতিরোধ করতে? বিশ্ব স্বাস্থ্য

সংস্থা ও সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) এ বিষয়ে জনসচেতন করতে উপদেশ দিয়েছেন সে উপদেশ গুরুত্বের সাথে আমাদের সকলকে মেনে চলতে হবে। আমাদের নিজেদের সতর্কতা সাথে চলাচল করে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করণের ভুমিকা রাখতে হবে

সে লক্ষে সকলে নিয়মিত হাত ধুতে হবে, জ্বর বা অসুস্থ ব্যক্তির নিকট থেকে কমপক্ষে ৩ ফুট দূরত্ব বজায় রাখতে হবে, অপরিষ্কার হাতে নাক-মুখ স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকতে হবে, টিস্যু যেখানে সেখানে না ফেলে নিদৃষ্ট স্থানে ফেলতে হবে, অতিব গুরুত্বপূর্ন প্রয়োজন ছাড়া ঘরে অবস্থান করা শ্রেয়, খাবারের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, ভ্রমণে সতর্কতা, অভ্যর্থনায় সর্তকতা অবলম্বন করতে হবে, সঠিক তথ্য জানতে হবে। সর্বোপরি সরকারের দেওয়া সকল নির্দেশনা সঠিক ভাবে মেনে চলতে হবে।

গাংনী সাব রেজিস্ট্রি অফিসে মানা হচ্ছে না স্বাস্থ্যবিধি

খোদ সরকারি অফিসগুলোতেই নিশ্চিত করা হচ্ছে না সরকারি নির্দেশনা। স্বাস্থ্যবিধি মেনে সরকারি দপ্তরের কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশনা থাকলেও তা অগ্রাহ্য করা হচ্ছে গাংনী উপজেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিসে।
এ নিয়ে যেন কোন ভ্রপক্ষেপ নেই কর্তৃপক্ষের। ফলে করোনাভাইরাস সংক্রমণ ঝুঁকি বাড়ছে বলে মন্তব্য চিকিৎসকদের।
সরজমিন খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, গাংনী উপজেলা পরিষদের মধ্যে সাব রেজিস্ট্রি অফিসে জমি রেজিস্ট্রি কাজে প্রতিদিন ভিড় করছেন শত শত মানুষ। গেল কয়েকদিন ধরে করোনা সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ার নানা পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার। কিন্তু এ অফিসটিতে তার কোন প্রভাব দেখা যায়নি। সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক স্বাস্থ্যবিধি মেনে এ কার্যক্রম চালু রাখার কথা। তবে অফিসে আগত লোকজন ও মহুরারদের তেমন কারও মুখেই দেখা থাকছে না মাস্ক।
সাব রেজিস্ট্রি অফিসের কয়েকজন বলেন, অফিসে আগত মানুষকগুলো নিয়ম মানছে না। তাদের বারবার বলা সত্বেও কথা শুনছেন না।

মাস্ক না পরা কয়েকজনের সাথে কথা হলে তারারও জানান ভিন্ন ভিন্ন অজুহাত।
তবে অফিসে সেবা নিতে আসা এক ব্যক্তির মুখে ছিল মাস্ক। তিনি বলেন, সরকারি নির্দেশনা হচ্ছে ‘‘নো মাস্ক, নো সার্ভিস”। কিন্তু এ অফিসটিতে কেন তা মানা হচ্ছে না তা বোধগম্য নয়। মাস্ক ছাড়া সার্ভিস বন্ধ করে দিলে তো সবাই মাস্ক পরে আসবে। অফিসের যারা কর্মরত আছেন তারা যদি বিষয়টি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন তবেই কেবল সম্ভব। কিন্তু তাদের নিরাবতায় করোনাভাইরাস সংক্রমণ ঝুঁকি বেড়ে যাচ্ছে।

গাংনীতে সুদ ব্যবসায়ীদের অত্যাচারে গৃহহীন তিন নারী

গাংনীতে সুদ ব্যবসায়ীদের অত্যাচারে অতীষ্ঠ ও গৃহহীণ হয়ে তিন নারী সংবাদ সম্মেলন করেছেন। গতকাল শনিবার বিকেলে ধানখোলা গ্রামে সংবাদ সম্মেলনে ওই তিন নারী সুদ ব্যবসায়ীদের নির্মম নির্যাতন অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করেন এবং প্রশাসনের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

গাংনীর ধানখোলা গ্রামের আহমেদ আলীর মেয়ে শিল্পী জানান, সাংসারিক প্রয়োজনে তিনি হলপাড়ার মকবুল হোসেনের স্ত্রী বানীয়ারা খাতুনের কাছ থেকে তিন ধাপে তিন লাখ টাকা গ্রহণ করেন। শর্ত মোতাবেক শিল্পী খাতুনের স্বর্ণের দুল, চুড়ি চেইনসহ ব্যাংক একাউন্ট তিনটি ব্লাঙ্ক চেক জমা রাখেন সুদ ব্যাবসায়ীরা।
২০১৬ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ১৩ লাখ টাকা প্রদান করার পরও টাকা পরিশোধ হয়নি মর্মে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করে সুদ ব্যবসায়ী বানীয়ারা খাতুন। টাকা গ্রহিতা শিল্পীয়ারা টাকা পরিশোধ করেও স্বার্ণালংকার ও চেক ফেরত পাইনি আজো।

শিল্পী আরো জানান, টাকা গ্রহণের সময় তার কাছ থেকে আড়াই ভরি সোনার গহনা ও চেকের তিনটি ফাঁকা পাতা জমা নেয় বাণীয়ারা। তার ধানখোলা গ্রামের জমিসহ বাড়ী বিক্রি করে টাকা পরিশোধ করার পরও

বাড়ি বিক্রি করে টাকা পরিশোধ করেও শান্তি নেই। ক্যাডার ও পুলিশ বাহিনী লেলিয়ে দিয়েছে সুদ ব্যবসায়ীরা। গহনা, বাড়িসহ সহায় সম্বল হারিয়ে পথে বসেছে ভুক্তভোগী পরিবারগুলি।

শুধু এরাই নয় এমন অসংখ্য পরিবার রয়েছেন যারা ওই সুদ ব্যাবসায়ীদের অত্যাচার নিপীড়ন শোষন নিরবে সহ্য করছেন। শিল্পী, শরিফা ও উষার মত অনেকেই বাড়ি ঘর বিক্রি করে পথে পথে ঘুরছেন।

গাংনী থানার সেকেন্ডে অফিসার হাবিব জানান, মামলা এসেছিল তবে টাকা পরিশোধের জন্য বলা হয়েছে তাছাড়া কোন চাপ বা হুমকী দেয়া হয়নি।
এ ব্যাপারে মন্টুর ছেলে মিঠু বলেন, শরিফা আমাদের বাসায় আসা যাওয়া করতেন। হঠাৎ একটি অনুষ্ঠানে যাবেন এমন মিথ্যা বলে আমার স্ত্রী ও মায়ের সাথে স্বর্ণের দুটি গহনা নিয়ে যায়। পরে সে আর ফেরৎ দেয়নি। বরং আজকাল করে ফেরত না দিলে আমরা গহনার জন্য অভিযোগ করি, সুদের টাকার জন্য নয়।
এবিষয়ে মন্টুর ছেলে বিজয় জানান, স্বামীকে বিদেশ পাঠানোর জন্য তিন লাখ টাকা নিয়েছিলেন শিল্পীয়ারা। তার কাছ থেকে নেয়া অনেক প্রমান রয়েছে। পরে আমাদের টাকা পরিশোধ করেনি। উপরন্ত সে বছর খানেক আগে ঢাকায় পালিয়ে ছিলেন। কয়েকমাস আগে তিনি বাড়িতে এসেছেন এমন তথ্য পাওয়ার পর গ্রাম্য সালিশ হয়েছে। তার আত্নীয়স্বজনরাও টাকার বিষয়ে জানেন। তবে বিনা স্বার্থে কেউ কাউকে টাকা ধার দেয়না এটা আপনারা ভালো করেই জানেন। আমিও স্বার্থ বা লাভের জন্য দিয়েছিলাম এমন কথা স্বীকার করে বলেন তারা আমাকে যে ১৩ লাখ টাকা পরিশোধ করেছে তার প্রমাণ নেই। থানায় অভিযোগ দিয়েছি ব্যবস্থা না হলে আদালতে যাব বলে জানান বিজয়।

ঝিনাইদহে ২৫০ শয্যা হাসপাতাল ভবনের উদ্বোধন

ঝিনাইদহে ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতাল উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল শনিবার দুপুরে প্রধান অতিথি হিসাবে ফিতা কেটে উদ্বোধন করেন ঝিনাইদহ-২ আসনের এমপি তাহজীব আলম সিদ্দিকী সমি।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, সদর হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডাঃ হারুন অর রশীদ, আরএমও ডাঃ সাব্বির হায়দার, জুনিয়র কনসালটেন্ট ডাঃ জাকির হোসেন, ডাঃ আলা উদ্দিন, ডাঃ আ.স.ম আব্দুর রহমান, ডাঃ আনোয়ারুল ইসলাম, ডাঃ মর্ফিয়া খাতুন, ডাঃ আশরাফুজ্জামান, ডাঃ আব্দুল্লাহী কাফি, ডাঃ আব্দুল কাদের, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি জীবন কুমার বিশ্বাস ও শ্রমিকলীগ নেতা আক্কাস আলী প্রমুখ।

পরে উপস্থিত ডাক্তারদের সাথে প্রধান অতিথি চিকিৎসা বিষয়ে মত বিনিময় করেন। এসময় তিনি সদর হাসপাতালে সরকারি ভাবে যন্ত্রপাতি দেওয়ার পাশাপাশি ঘাটতি থাকা যন্ত্রপাতি নিজ অর্থায়নে কেনার আশ্বাস দেন।

মতবিনিময়ে তিনি আরো বলেন, চিকিৎসা সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে ঝিনাইদহ মানুষের যেন কোন ঘাটতি না থাকে এবং এই হাসপাতাল থেকে কোন রোগী যেন অন্য হাসপাতালে রেফার্ড না করা হয়। সেদিকে ডাক্তারদের লক্ষ্য রাখার অনুরোধ করেন।

মত বিনিময় শেষে এমপি তাহজীব আলম সিদ্দিকী সমি করোনা টিকার ২য় ডোজ গ্রহন করেন এবং শহরের বিভিন্ন স্থানে পায়ে হেটে মানুষকে সচেতনতা করার পাশাপাশি মাস্ক বিতরণ করেন।